তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৮

**মুজিববর্ষে উপলক্ষে এক সুবর্ণ নাগরিকের পাশে দাঁড়ালেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) :

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বরিশালের একজন সুবর্ণ নাগরিক শিশুকে স্ট্যান্ডিং ফ্রেম বিতরণ করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক।

আজ বরিশালের পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্টহাউসে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিমন্ত্রী শিশুকে এই ফ্রেম উপহার দেন।

প্রতিমন্ত্রী আগামীকাল বরিশাল সার্কিট হাউসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মাঝে সাদাছড়ি বিতরণশেষে দুপুরে বরিশালে বিভিন্ন ড্রেজিং প্রকল্প পরিদর্শন করবেন ।

#

আসিফ/খালিদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৭

**আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**

ঢাকা, ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) :

নিম্নচাপটি আজ সন্ধ্যা ৬টায় স্থল নিম্নচাপ আকারে ফরিদপুর-মাদারীপুর অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (২৩.৩০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.৯০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) অবস্থান করছিল। এটি আরো উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্য বিরাজ করছে এবং গভীর সঞ্চারণশীল মেঘমালার সৃষ্টি হচ্ছে।

স্থল নিম্নচাপটির কেন্দ্রের ৪৪ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৪০ কিঃ মিঃ যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৫০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল রয়েছে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। স্থল নিম্নচাপটির প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও চট্রগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ০২-০৪ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ুতাড়িত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

নিম্নচাপটির প্রভাবে চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অনেক স্থানে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণ হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে এবং সেই সাথে তাদেরকে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে।

#

হাবিবুর/খালিদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৬

**শামসুর রাহমান ছিলেন স্বাধীনতার কবি**

**-- সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, শামসুর রাহমানের কবিতায় সংহত হয়ে আছে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্তর্গত ধারা, তাঁর কবিতায় শব্দবন্দি হয়ে আছে ১৯৫০ পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককালের বাংলাদেশের রূপ, স্বাধীনতা অর্জন ও বাঙালির অগ্রযাত্রা। তিনি স্বাধীনতার কবি। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকের পাঁচ মহান কবির পর তিনিই আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধানতম কবি পুরুষ। তাঁর কবিতাসমূহ বিশেষ করে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন রচিত 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতা দুইটি স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের সাহস ও শক্তি জুগিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার কালজয়ী কবি শামসুর রাহমানের ৯২তম জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অভ্‌ ট্রাস্টিজের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'শামসুর রাহমানের পঙক্তিমালায় স্বদেশের মুখ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি।

#

ফয়সল/খালিদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) :

      স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ১১৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৫৮৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৪১৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৭৬১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ১২ হাজার ৬৫ জন।

#

হাবিবুর/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৪

**খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে বাংলাদেশ**

**-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ করেছে। কৃষকদের সার, বীজ, সেচসহ কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। ফসলের উন্নতজাত উদ্ভাবন ও চাষের ফলে দেশে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। ফলে, এখন বাংলাদেশে কোন মানুষ অনাহারে থাকে না, করোনাসহ শত দুর্যোগের মাঝেও কেউ না খেয়ে থাকে না।

কৃষিমন্ত্রী আজ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (ডিকেআইবি) আয়োজিত ‘ডিপ্লোমা কৃষিবিদ দিবস ২০২০’ এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইন বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষি উন্নয়নে ডিপ্লোমা কৃষিবিদরা সম্মুখসারির সৈনিক। দেশে কৃষির যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সেখানে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের বড় অবদান রয়েছে। মন্ত্রী আরো বলেন, দেশের কৃষিবিদ এবং ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদা দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা দিয়েছেন। এসময় কৃষিমন্ত্রী ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের গেজেটেড পদমর্যাদা, পদোন্নতি, কাজের সুবিধার্থে মোটর সাইকল প্রদানসহ বিভিন্ন দাবির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের আহ্বায়ক মো: গোলাম সারোয়ারের সভাপতিত্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল মুঈদ, সাবেক মহাপরিচালক মো: হামিদুর রহমান, কেআইবির মহাসচিব খায়রুল আলম প্রিন্স, এবং সদস্য সচিব মো: মিন্টু খান বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

Handout Number : 4053

**Prime Minister's message on the 75th anniversary**

**of the founding of the United Nations**

Dhaka, 23 October :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the 75th anniversary of the founding of the United Nations :

“On the 75th anniversary of the founding of the United Nations, Bangladesh joins the international community in reaffirming our unwavering commitment to the principles and objectives enshrined in the United Nations Charter.

This year holds a special significance for Bangladesh as we are celebrating the birth centenary of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. In his maiden speech at the United Nations General Assembly on 24 September 1974, Bangabandhu made an unequivocal commitment to global peace, emphasized solidarity among nations, championed multilateralism and called for the promotion of human rights, justice and the rule of law nationally and globally. Our engagement with the United Nations is guided by his adept philosophy and vision.

2020 is a challenging year because of the outbreak of the COVID-19, Since early 2020, the pandemic continues to ravage through and reverberate around the world. It has put enormous strains on our societies, economies, health systems, lives and livelihoods, businesses and export earnings. Only by working together and in solidarity can we end the pandemic and effectively tackle its consequences.

Over the last 75 years, the United Nations has had many achievements. It has promoted freedom, shaped norms for international development, helped mitigate conflicts and saved hundreds of thousands of lives through humanitarian action. It has worked to promote and protect all human rights and fundamental freedoms for all, including the equal rights of women and men. There are still areas where the UN can play a more decisive and robust role in resolving many of today’s intractable challenges such as the Rohingya Crisis. The world is still beset with poverty, hunger, armed conflicts, terrorism, insecurity, climate change - all of which call for concerted efforts and greater action. As we agreed in the declaration of the 75th anniversary of the United Nations, our challenges today are interconnected and can only be addressed through reinvigorated multilateralism. Only together can we build resilience against future pandemics and other global challenges.

Bangladesh has been an active, contributing and responsible member of the United Nations. In the endeavor to maintain global peace and security, Bangladesh has emerged as one of the leaders in the United Nations Peacekeeping Missions by adhering to our long-standing ‘Culture of Peace’. Our government has also made exemplary achievements in implementing the SDGs, increasing women empowerment, enhancing access to economic and social rights, achieving food security and reducing inequalities. Our economic performance for the last 11 years has been stellar. We are right on track to become a middle-income country by 2021 a developed country by 2041, and a prosperous Delta by 2100.

The world today is different from what it was 75 years ago when the UN was founded. In this ever-evolving world of more challenges and opportunities, we expect the UN to remain the most trusted partner to all nations. With a concrete and meaningful roadmap for shaping the future, the UN can guide us in our endeavor to build a secure future for us where security would be guaranteed, development ensured and human rights protected. Bangladesh remains committed to working together with the United Nations and international community in responding to all shared challenges to create a peaceful, sustainable, inclusive and just world.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Ashraf/Zulfikar/Rezzkul/Shamim/2020/1523 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫২

**বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ রাষ্ট্র**

**---পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বর্তমান সরকার সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আদর্শ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

মন্ত্রী আজ বান্দরবান কেন্দ্রীয় পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনের সময় বক্তৃতায় এসব কথা বলেন ।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকায় অত্যন্ত আনন্দঘন এবং নিরাপদে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

এ সময় পৌর মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম বেবী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কাজল কান্তি দাশ ও বান্দরবান কেন্দ্রীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি লক্ষীপদ দাশ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছির/সাহেলা/খালিদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫১

**শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছেন**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়সহ সকল স্তর থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পকে সমূলে দূর করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করছেন।

কৃষিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন আয়োজিত ‘শুভ কঠিন চীবর দান ও জাতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন’ এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, একাত্তরের পরাজিত শক্তি- যুদ্ধাপরাধী মানবতাবিরোধীরা সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছিল। তারা সবসময় সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মদত দিয়েছে, লালন-পালন করেছে। এখনও এই অশুভ শক্তি সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা নানাভাবে উসকানি দিয়ে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার উপসংঘরাজ ড. শীলানন্দ মহাথেরোর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি প্রকৌশলী দিব্যেন্দুবিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, উদযাপন পরিষদের চেয়ারম্যান শাক্যপ্রিয় বড়ুয়া, মহাসচিব সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫০

**রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার বিষয়ে চীনকে আশ্বস্ত করেছে মিয়ানমার**

**-চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) :

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্টেট কাউন্সিলর ওয়াং ই বলেছেন, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত নেওয়া হবে বলে সম্প্রতি আবারও চীনকে আশ্বস্ত করেছে মিয়ানমার।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে টেলিফোনে আলাপকালে এ কথা বলেন।

ওয়াং ই বলেন, চীন রোহিঙ্গা বিষয়ে মিয়ানমারের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে রোহিঙ্গাদের যাতে ফেরত নেয়া যায় সে লক্ষ্যে মিয়ানমার কাজ করবে বলে চীনকে জানিয়েছে। এ বিষয়ে মিয়ানমার বাংলাদেশের সাথে দ্রুত আলোচনা শুরু করবে। মিয়ানমারের নির্বাচনের পর প্রথমে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে এবং পরে বাংলাদেশ, চীন ও মিয়ানমারের মন্ত্রী পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের উদ্যোগ নেয়া হবে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ঢাকায় সিনিয়র কর্মকর্তা পর্যায়েও প্রস্তুতিমূলক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক দ্রুত শুরু করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

চীনের করোনা ভ্যাকসিন বাংলাদেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাবে বলে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, করোনা পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ ও চীন একসাথে কাজ করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতি চীনের সাহায্য অব্যাহত থাকবে। করোনা মহামারির কারণে চীনের যেসব প্রকল্প স্থগিত বা ধীরগতি হয়েছে সেগুলো করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে দ্রুত শেষ করা হবে। করোনা মহামারি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

পিরোজপুরে চীনের নাগরিক হত্যার বিষয়ে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ হত্যার দ্রুত বিচারের পাশাপাশি চীনের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশের পদক্ষেপের ওপর চীন আস্থাশীল। এসময় ড. মোমেন উল্লেখ করেন, এ ঘটনায় প্রধান আসামীসহ দু’জনকে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা হবে।

করোনা মহামারির কারণে চীনে অধ্যয়নরত আটকেপড়া বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের ভিসা নবায়নের বিষয়ে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান ড. মোমেন। এ বিষয়ে ওয়াং ই জানান, বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশে চীন এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হলে বাংলাদেশিদের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে। সেক্ষেত্রে ভিসা ও অন্যান্য বিষয়ে দ্রুত সমাধান হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এসময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত ‘আমার দেখা নয়াচীন’ বইটি চীনা ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগে চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানান ড. মোমেন।

#

তৌহিদুল/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪৯

**বঙ্গোপসাগরের বর্ধিত মহিসোপানে নিজস্ব সীমা সংক্রান্ত সংশোধিত**

**তথ্য জাতিসংঘে প্রদান করলো বাংলাদেশ**

নিউইয়র্ক, ২৩ অক্টোবর:

বঙ্গোপসাগরে বর্ধিত মহীসোপানে বাংলাদেশের সীমা সংক্রান্ত সংশোধিত তথ্যাদি জাতিসংঘে প্রেরণ করেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা আজ জাতিসংঘের সমুদ্র আইন ও সমুদ্র বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক দিমিত্রি গংচার (Dmitry Gonchar) এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্যাদি হস্তান্তর করেন।

দাখিলকৃত সংশোধনীটি জাতিসংঘের মহীসোপন সীমা বিষয়ক কমিশন-এর পরবর্তী অধিবেশনে এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানান স্থায়ী প্রতিনিধি। মহীসোপানের সীমা নির্ধারণ চূড়ান্ত হলে বাংলাদেশ তার সীমানার সমূদ্রসম্পদ ও সমুদ্র তলদেশের খনিজসম্পদ উন্মোচন ও ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

২০১১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের মহীসোপান সীমা বিষয়ক কমিশনে বঙ্গোপসারের মহীসোপান সীমা সংক্রান্ত মূল তথ্যাদি দাখিল করেছিল বাংলাদেশ। মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র সীমা নির্ধারণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক মামলায় যথাক্রমে ২০১২ এবং ২০১৪ সালে প্রদত্ত রায়ে বাংলাদেশ জয়ী হয়। এরফলে বঙ্গোপসাগরে প্রতিবেশি রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ চূড়ান্ত হয়, যা ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্জিত যুগান্তকারী সাফল্য। আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় অর্জিত এই সাফল্যের বাস্তবায়নার্থেই বঙ্গোপসাগরে মহীসোপন সীমা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশোধন করা হয়।

নিমানুযায়ী জাতিসংঘের মহীসোপান সীমা বিষয়ক কমিশন বাংলাদেশ দাখিলকৃত তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করবে এবং পরবর্তীতে সন্তুষ্টি সাপেক্ষে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের মহীসোপান সীমা নির্ধারণে চূড়ান্ত সুপারিশমালা পেশ করবে।

উল্লেখ্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমুদ্র বিষয়ক বিভাগের তত্ত্বাবধায়নে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি দল মহীসোপান সীমা সংশোধনী বিষয়ক এই দলিলাদি প্রস্তুত করে।

#

স্থায়ী মিশন/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১২০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪৮

**করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি**

ঢাকা, ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) :

* করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের সময়ে ঘুর্ণিঝড়ের মৌসুম চলে আসায় আপনার নিজের, পরিবার, প্রিয়জন এবং প্রতিবেশীর সুরক্ষায় এই সময়ের প্রস্তুতি ও করণীয় সম্পর্কে জানুন।
* আপনার এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে ৮-১০ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচার করা হলে আপনার পরিবারের অসুস্থ, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, নারী ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্র অথবা নিরাপদ কোন স্থানে নিয়ে যান। এই সময়ে অবশ্যই সবাইকে মাস্ক পরিয়ে এবং ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে আশ্রয়কেন্দ্র বা নিরাপদ স্থানে নিতে হবে।
* আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় শুকনো খাবার, শিশু খাদ্য, খাবার পানি, প্রয়োজনীয় ঔষধ, সাবান, টর্চলাইট, অতিরিক্ত পোশাক ও মাস্ক পলিথিনে মুড়িয়ে সাথে করে নিয়ে যান।
* এই সময়ে আপনার পরিবারের করো জ্বর, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা হলে সময় নষ্ট না করে এখনই স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বা স্বাস্থ্যকর্মী অথবা স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নম্বরে কল করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিন। স্থানীয় পর্যায়ের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী করণীয় ঠিক করুন।
* ঘূর্ণিঝড়ের এই সময়ে পরিবারের সদস্যদের কারো প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলে স্বেচ্ছাসেবক,স্বাস্থ্যকর্মী, অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।
* ঘূর্ণিঝড়ের মহাবিপদ সংকেত শোনার সাথে সাথেই হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য গবাদিপ্রাণীগুলোকে কাছাকাছি উঁচু ও নিরাপদ স্থানে রেখে আসুন। সম্ভব না হলে ছেড়ে দিন।
* নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র, দলিল, ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ পলিথিনে বেঁধে নিজেদের সঙ্গে রাখুন।
* আপনার বাড়ীর অথবা এলাকার কোন টিউবওয়েলে লবনাক্ত পানি ঢুকে যাওয়ার আশংকা থাকলে সেই টিউবওয়েলের মাথা খুলে পাইপের মুখ পলিথিন দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখুন, যাতে পরবর্তীতে টিউবওয়েলটি থেকে নিরাপদ পানি পাওয়া যায়।
* আপনি ঘূর্ণিঝড়ের সর্বশেষ তথ্য জানতে সার্বক্ষনিকভাবে রেডিও/টেলিভিশন/মোবাইল ফোন সচল রাখুন। এছাড়াও ১০৯০ বা ৩৩৩ নম্বরে কল করে করোনা এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিন। এই সময়ে আপনার মোবাইল ফোনটি শতভাগ চার্জ করে রাখুন এবং মোবাইল ফোনের চার্জারটিও সাথে রাখুন।

#

জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১১.২৫ ঘণ্টা